মেহেরপুরে ফ্যাক্ট চেকিং সেমিনার বর্জন

ভুল তথ্য ও গুজব শনাক্ত করা, সংবাদ প্রকাশের আগে তথ্যের সত্যতা যাচাই এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে তথ্য যাচাই ও ফ্যাক্ট চেকিংবিষয়ক সেমিনার।

তবে সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য সংবাদকর্মী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মূলধারার অনেক সংবাদকর্মীকে বাদ দিয়ে কথিত সংবাদকর্মীদের আমন্ত্রণ জানানোর অভিযোগ তুলে সেমিনার বর্জন করেছেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব ও রিপোর্টার্স ক্লাবের সাংবাদিকেরা। সরকারি গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতারের মেহেরপুর প্রতিনিধিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

বুধবার (১৪ অক্টোবর) জেলা প্রশাসকের মিনি সম্মেলনকক্ষে তথ্য অধিদপ্তরের (পিআইডি) আয়োজনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব ও রিপোর্টার্স ক্লাবের সাংবাদিকদের অভিযোগ, সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তথ্য যাচাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পেশাগত পরিচয়, সক্রিয় সাংবাদিকতা ও প্রতিনিধিত্বের বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়নি।

দীর্ঘদিন ধরে সংবাদমাধ্যমে কাজ করছেন, এমন অনেক সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। অন্যদিকে, কারা এবং কোন বিবেচনায় আমন্ত্রণ পেয়েছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বর্জনকারী দুই প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকেরা।

তাঁদের মতে, তথ্য যাচাই ও অপতথ্য প্রতিরোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগে সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ ধরনের কর্মশালায় আমন্ত্রণ জানানোর প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক না হলে আয়োজনের উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্ন তৈরি হতে পারে।

সেমিনারে সরকারি গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতারের মেহেরপুর প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ না জানানোর অভিযোগও উঠেছে। তথ্য যাচাই ও সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের

প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হওয়ায় বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করছে কি না, সে প্রশ্নও তুলেছেন সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকেরা। তাঁদের অভিযোগ, আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ও মেহেরপুরে সাংবাদিকতায় আগ্রহী আওয়ামী লীগ-সমর্থক তরুণদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজনের নজির ছিল। বর্তমান আয়োজনেও আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে একই ধরনের পক্ষপাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে তাঁরা মনে করছেন।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম বলেন, “এটি শুধু সেমিনারে অংশগ্রহণ বা বর্জনের বিষয় নয়। সাংবাদিকদের পেশাগত প্রতিনিধিত্ব, সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ আয়োজনের স্বচ্ছতা এবং গণমাধ্যমের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কের প্রশ্ন সামনে আনতেই আমরা কর্মশালাটি বর্জন করেছি।”

খোকসায় সাউন্ড বক্স বাজাতে নিষেধ করায় যুবককে পিটানোর অভিযোগ

কুষ্টিয়ার খোকসায় বিয়েবাড়িতে উচ্চ শব্দে সাউন্ড বক্স বাজাতে নিষেধ করাকে কেন্দ্র করে সামিউল ইসলাম নামে এক যুবককে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মিনারুল ইসলাম ও মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে। আহত সামিউল বর্তমানে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১১ অক্টোবর রাত সাড়ে ৮টার দিকে এশার নামাজের পর উপজেলার উসমানপুর ইউনিয়নের রায়পুর চরপাড়া গ্রামের একটি বিয়েবাড়িতে বড় বড় সাউন্ড বক্স আনা হয়। এ সময় উচ্চ শব্দে সাউন্ড বক্স না বাজানোর অনুরোধ জানাতে ওই গ্রামের ইমামসহ দুই-তিনজন মুসল্লি ও এলাকাবাসী সেখানে যান।

এ নিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ রয়েছে, এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মিনারুল ইসলাম ও মনিরুল ইসলাম সামিউল ইসলামের ওপর হামলা করেন। একপর্যায়ে বাঁশের লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করা হলে তিনি গুরুতর আহত হন এবং মাথায় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

পরে স্থানীয়রা আহত সামিউলকে উদ্ধার করে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, তিনি হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এ বিষয়ে অভিযুক্তদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ঝিনাইদহ টিটিসিতে অনিয়মের অভিযোগ

সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার কথা। অথচ সেই প্রশিক্ষণকেন্দ্রেই অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও সরকারি অর্থের ব্যবহার নিয়ে একের পর এক গুরুতর অভিযোগ।

কোথাও নিয়মবহির্ভূত স্থাপনা নির্মাণ, কোথাও শিক্ষক-কর্মচারী ও প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে অর্থ দাবি, আবার কোথাও অনুমোদিত পদে না থেকেও হিসাব শাখা পরিচালনার অভিযোগ।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রকল্পের জনবল ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার, প্রশিক্ষণের গাড়ি নিয়ে গ্রামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গায় যাতায়াত, কেনাকাটায় অসংগতি, কাঁচামাল কেনার নামে অর্থ ব্যয়ের হিসাব এবং সরকারি সম্পদ বাসায় নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ।

এসব অভিযোগ ঝিনাইদহ সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রুস্তম আলীর বিরুদ্ধে। অভিযোগকারীদের দাবি, প্রায় ১১ বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। দীর্ঘ এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক

কার্যক্রম, জনবল ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণের মান, প্রকল্পের অর্থ ব্যয় ও সরকারি সম্পদের ব্যবহার নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

প্রশিক্ষণার্থীদের অভিযোগ, অর্থ ও সুযোগ-সুবিধা ব্যয়ের হিসাব থাকলেও মাঠপর্যায়ে তার প্রতিফলন নেই। কেউ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসামগ্রী পাননি, কেউ গাড়ি চালানোর পর্যাপ্ত সুযোগ পাননি, আবার কেউ নির্ধারিত ভাতা ও অর্থ ফেরত পাওয়া নিয়েও অভিযোগ তুলেছেন।

নির্দেশ উপেক্ষা করে স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগ: টিটিসি প্রাঙ্গণে নিয়ম না মেনে স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারীদের দাবি, এ নির্মাণকাজের জন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী ও প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকেও জোরপূর্বক অর্থ দাবি করা হয়েছিল। একপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট হেড অফিস থেকে নির্মাণকাজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হলেও তা উপেক্ষা করে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্থাপনা নির্মাণের অনুমোদন, অর্থের উৎস এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ কতটা মানা হয়েছে, তা নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন অভিযোগকারীরা।

অনুমোদিত পদ নেই, তবু হিসাব শাখার দায়িত্বে হাবিবুর: প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাব বিভাগ। অথচ অভিযোগ রয়েছে, হাবিবুর রহমান নামের এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে হিসাব শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, যিনি রাজস্ব বা প্রকল্পের অনুমোদিত জনবল কাঠামোর কোনো পদে নেই বলে দাবি অভিযোগকারীদের।

সরকারি কর্মী দিয়ে দোকানের কাজ, প্রশিক্ষণের গাড়ি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার: টিটিসির নিরাপত্তাকর্মী জয় ও মালি আব্দুল হালিমকে তাঁদের নির্ধারিত দায়িত্বের বাইরে দোকান পরিচালনার কাজে ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগকারীদের প্রশ্ন, সরকারি বেতনভুক্ত কর্মীরা যদি ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ও পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করছেন কে?

একই সঙ্গে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত গাড়ি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে অধ্যক্ষ রুস্তম আলীর বিরুদ্ধে।

অভিযোগকারীদের দাবি, ওই গাড়িতে করে মাঝে মধ্যে গ্রামের বাড়ি

চুয়াডাঙ্গায় যাতায়াত করেন তিনি।

প্রকল্পের জনবল ও অর্থ নিয়ে প্রশ্ন: প্রকল্পের কর্মীদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার এবং তাঁদের দিয়ে কাজ করিয়ে সম্মানীর অর্থ আত্মসাতের অভিযোগও রয়েছে। অভিযোগকারীদের ভাষ্য, অধ্যক্ষের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্পের কর্মীদের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

পাশাপাশি প্রকল্পের বিভিন্ন পদে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের প্রভাব রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের দাবি, অধ্যক্ষের ভাগ্নে ফয়সাল ও খাইরুল, নিজ এলাকার আব্দুল্লাহ হক এবং তাঁর ভাইয়ের মেয়েকে হাউসকিপিংয়ে রাখা হয়েছে।

ভাউচারে কাঁচামাল কেনা, বাস্তবে কোথায় সেই মালামাল? টিটিসির কেনাকাটার হিসাব নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন অভিযোগকারীরা। তাঁদের দাবি, ভাউচারে কাঁচামাল কেনার কথা দেখিয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় দেখানো হলেও বাস্তবে সেই পরিমাণ মালামাল প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায় না। স্টোরকিপার রুহুল আমিনের বিরুদ্ধেও নিয়মিত অফিসে উপস্থিত না থাকার অভিযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্টদের দাবি, তিনি সপ্তাহে এক থেকে দুই দিন অফিস করেন।

এ বিষয়ে রুহুল আমিন বলেন, ‘১০০% অফিস করি, এটা বলছি না। নানাবিধ সমস্যায় মাঝে মাঝে অফিসে আসতে পারি না। বাসায় ছোট বাচ্চা আছে, যশোর থেকে যাওয়া-আসায় সমস্যা হয়। যেদিন যেতে পারি না, সেদিন অধ্যক্ষ রুস্তম আলীকে জানিয়ে দিই। অফিসে না যাওয়ার জন্য খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা না।’

কম্পিউটার ট্রেডে দক্ষ শিক্ষক নেই, পুরোনো যন্ত্রাংশে প্রশিক্ষণ: টিটিসির প্রশিক্ষণের মান নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থীরা। অভিযোগকারীদের দাবি, কম্পিউটার ট্রেডে প্রয়োজনীয় দক্ষ শিক্ষক না থাকলেও কার্যক্রম চালু রয়েছে। এমনকি রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেডের শিক্ষক সামছুল আলম খানকে দিয়ে কম্পিউটার ট্রেডের কার্যক্রম পরিচালনা করানো হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর কম্পিউটার বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে সামছুল আলম খানকে ফোন করা হলে তিনি তা রিসিভ করেননি।

কম্পিউটার ও ইলেকট্রিক্যাল কোর্সের শিক্ষার্থী সবুজ আলী বলেন, ‘কম্পিউটার কোর্সে ঠিকমতো শিখতে পারিনি। কম্পিউটারের সব যন্ত্রাংশ খুবই নিম্নমানের ছিল, যা দিয়ে সব কাজ করা যেত না। ইলেকট্রিক্যালেও একই অবস্থা। যেসব যন্ত্রাংশ অনেক আগেই ফেলে দেওয়ার কথা, সেসব দিয়েই প্রশিক্ষণ ও কাজ করানো হতো। অনেক সময় প্র্যাকটিস করার মালামাল পেতাম না। এ বিষয়ে অধ্যক্ষকে বললে তিনি বাজেট নেই বলে উড়িয়ে দিতেন।’

এদিকে এম এ বাকি নামের এক ব্যক্তির দায়িত্ব বণ্টন নিয়েও অভিযোগ রয়েছে। কাগজপত্রে তিনি ইলেকট্রনিকস ট্রেডের দায়িত্বে থাকলেও বাস্তবে ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডে চিফ ইন্সট্রাক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বলে দাবি অভিযোগকারীদের।

এ বিষয়ে জানতে এম এ বাকিকে ফোন করলে তিনি বলেন, ‘একটা ট্রেনিংয়ে আছি, পরে কথা বলব।’

পিডিটি কোর্সে ২০০ টাকা ফি, প্রশিক্ষণার্থীর দাবি শুধু সনদ পেয়েছেন: বৈদেশিক কর্মসংস্থানে গমনেচ্ছুক কর্মীদের জন্য প্রাক্- বহির্গমন প্রশিক্ষণ বা পিডিটি কোর্সেও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। প্রশিক্ষণার্থীদের দাবি, এ কোর্সে ২০০ টাকা ফি নেওয়া হলেও নির্ধারিত সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না।

অভিযোগ অনুযায়ী, ফি থেকে ১৩০ টাকা নোটবুক, কলম, সনদপত্রসহ প্রশিক্ষণ-সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যয় করার কথা। বাকি ৭০ টাকা প্রশিক্ষণকক্ষের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, অ্যামপ্লিফায়ার, প্রজেক্টর স্ক্রিন ও শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মতো সুবিধা নিশ্চিত করার কাজে ব্যবহারের কথা রয়েছে। তবে প্রশিক্ষণার্থীদের অভিযোগ, সনদপত্র ছাড়া তাঁরা আর কিছুই পাননি।

তানজির আহমেদ নামে এক প্রশিক্ষণার্থী বলেন, ‘যে রুমে প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়েছে, সেখানে অল্প জায়গা ছিল। ফলে অনেক প্রশিক্ষণার্থীকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। আর যা যা দেওয়ার কথা ছিল, তার কিছুই পাইনি। শুধু একটা সার্টিফিকেট দিয়েছে।’

ড্রাইভিং কোর্সে গাড়ি চালানোর সুযোগ না পাওয়ার অভিযোগ: ড্রাইভিং কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদেরও অসন্তোষ রয়েছে। মেহেদী হাসান নামে এক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন, ‘প্রশিক্ষণ চলাকালে গাড়ি চালাতে চাইলে অধ্যক্ষ রুস্তম আলী বিভিন্ন অজুহাত দেখাতেন। কখনো গাড়িতে তেল নেই, কখনো গাড়ি নষ্ট বলে জানানো হতো। বারবার

অনুরোধ করেও তাঁরা পর্যাপ্ত সময় গাড়ি চালানোর সুযোগ পাননি।’

মেহেদী হাসানের আরও অভিযোগ, ক্লাসে উপস্থিত থাকার পরও অনেক শিক্ষার্থীকে হাজিরা খাতায় অনুপস্থিত দেখানো হয়েছে।

২০২১ সালের অর্থ ফেরত ও ভাতা নিয়েও অভিযোগ: ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডের শিক্ষার্থী মো. তামিম আহমেদ অভিযোগ করেন, ‘২০২১ সালে এসএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন-সংক্রান্ত অর্থ ফেরত দেওয়া নিয়ে তাঁদের ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে।’ তাঁর দাবি, ওই ব্যাচে শতাধিক শিক্ষার্থী থাকলেও কেউ টাকা ফেরত পাননি। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মাসিক এক হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা থাকলেও তা নিয়মিত দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। তামিম আহমেদের ভাষ্য, ব্যাংকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাতা পাওয়ার কথা থাকলেও তাঁরা প্রত্যাশিত অর্থ নিয়মিত পাননি।

শিক্ষক-কর্মচারীদের উপস্থিতি ও বদলি নিয়েও অভিযোগ: প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ট্রেডের শিক্ষকরা নিয়মিত নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করেন না এবং যথাযথভাবে ক্লাস নেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্ধারিত সময়ের আগেই অফিস ত্যাগ করেন বলেও অভিযোগকারীরা দাবি করেছেন।

এ ছাড়া অধ্যক্ষের কথা না শুনলে বা তাঁর বিরুদ্ধে কথা বললে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। অভিযোগকারীরা ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডের জাহিদকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে এর উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে এ বিষয়ে জানতে জাহিদকে ফোন করা হলে তিনি পরে ফোন করবেন বলে কল কেটে দেন।

দুদকের মামলা ও বিভাগীয় তদন্তের দাবি: অভিযোগকারীদের দাবি, অধ্যক্ষ রুস্তম আলীর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলা এবং নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা হয়েছিল। সেটিও তদন্তের দাবি জানিয়েছেন অভিযোগকারীরা।

অভিযোগের বিষয়ে ঝিনাইদহ টিটিসির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রুস্তম আলী বলেন, ‘অভিযোগ থাকলেই তো সত্যি হয় না। আপনি কাল অফিসে আসেন, বিস্তারিত কথা হবে।’

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মো. নোমান হোসেন বলেন, ‘লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কুষ্টিয়ায় ডিবি পুলিশের বিরুদ্ধে নির্দোষকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ

কুষ্টিয়ায় ডিবি (গোয়েন্দা) পুলিশের বিরুদ্ধে নিরপরাধ দুই যুবককে অস্ত্র দিয়ে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। আটক দুই যুবককে নিঃশর্ত মুক্তি এবং এই ঘটনার পেছনের মূল ষড়যন্ত্রকারীদের আইনের আওতায় আনার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী পরিবার।

বুধবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টার দিকে কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের এমএ রাজ্জাক মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন গ্রেফতারকৃত মো. আব্দুল্লাহর স্ত্রী মিথিলা খাতুন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি জানান, গত ৬ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) কুমারখালী উপজেলার শালঘর মধুয়া গ্রামের আরিফুল ইসলাম আরিফ (২৮) এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানার দুর্বাচারা গ্রামের রাহান আলীর ছেলে মো. আব্দুল্লাহকে (২৮) আটক করে ডিবি পুলিশ। পরবর্তীতে তাদের নামে ২ টি পিস্তল ও ১৮ রাউন্ড গুলি উদ্ধারের মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়, যা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, ডিবি পুলিশের এসআই রকিব উদ্দিন জনি যখন আরিফ ও আব্দুল্লাহকে আটক করেন, তখন তাদের কাছে কোনো প্রকার অস্ত্র ছিল না। আটকের সময় উপস্থিত জনসাধারণের বাধার মুখে পুলিশ কোনো অস্ত্র দেখাতে পারেনি, যার ভিডিও ফুটেজও সংরক্ষিত আছে বলে জানান তারা।

সংবাদ সম্মেলনে মিথিলা খাতুন অভিযোগ করে বলেন, দুর্বাচারা গ্রামের শীর্ষ চরমপন্থী দূর্বৃত্ব জাহাঙ্গীর কবির লিটন এবং দরবেশপুর গ্রামের ছোট চোর টাইগার মামুনের সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের শত্রুতা চলছে। এই লিটন ও টাইগার মামুনের ইন্ধনেই ডিবি পুলিশ দিয়ে তাদের স্বামীদের বাজার থেকে তুলে নিয়ে অস্ত্র মামলায় চালান দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, লিপটন ও টাইগার মামুন বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলেও র্যাবের সাবেক প্রধান ও সাবেক জেনারেলের দাপট দেখিয়ে এলাকায় চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। তারা মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করতো এবং টাকা না দিলে অস্ত্র মামলায় ফাঁসিয়ে দিতো। বর্তমানেও এই চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা জামিনে আত্মগোপনে থেকে প্রশাসনকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে এবং বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলন থেকে ডিবি পুলিশের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং নির্দোষ আরিফ ও আব্দুল্লাহর অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানান স্বজনেরা।

একই সাথে অপরাধী সন্ত্রাসীদের দ্রুত গ্রেফতার ও সহায়তাকারী পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান তারা।

সংবাদ সম্মেলনে আরিফ ও আব্দুল্লাহ’র পরিবারের সদস্যসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগন উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বেতের আঘাতে শিক্ষার্থীর পা ভাঙ্গার অভিযোগ হুজুরের বিরুদ্ধে

মেহেরপুরের গাংনীতে শৌয়েব আলী (১৩) নামের এক মাদ্রাসার শিক্ষার্থীকে পড়া না পারায় কঞ্চি দিয়ে পিটিয়ে পা ভেঙ্গে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এই লোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী পৌরসভাধীন পশ্চিম মালশাদহ ফজলুল উলুম কওমি মাদ্রাসায়।

আহত শিক্ষার্থী শৌয়েব আলী পশ্চিম মালশাদহ গ্রামের আব্দুল গনির ছেলে এবং পশ্চিম মালশাদহ ফজলুল উলুম কওমি মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের শিক্ষার্থী।

গত সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) ভোরে মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করেছে শিক্ষার্থী ও তার পরিবার।

আহত শিক্ষার্থী শৌয়েব আলী জানায়, পড়া না পারায় মাদ্রাসার শিক্ষক দ্বীন ইসলাম তাকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে। পরে সে বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানায়।

শৌয়েব আলীর পিতা আব্দুল গনি বলেন, ছেলের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অন্য জায়গায় আঘাতের চিহ্ন বুঝতে পারলেও পায়ের আঘাতের বিষয়টি বুঝতে পারেননি। পরে ছেলে হাঁটতে না পারায় বৃহস্পতিবার (০১অক্টোবর) তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পায়ের গোড়ালির হাড় ফেটে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. সামিয়া সুলতানা জানান, শিক্ষার্থীর পায়ের এক্স-রে করার পর বোঝাগেছে পায়ের নিচের অংশের হাড় ফেটে গেছে। তার পায়ের চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে কথা বলতে পশ্চিম মালশাদহ ফজলুল উলুম কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলে তারা কথা বলতে রাজি হননি।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, ঘটনাটি শুনেছি, ঐ এলাকায় খোঁজ খবর নিচ্ছি এবং লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সড়ক নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ

দরপত্র আহবানের অনেক পরে সড়ক পাকা করণের কাজ শুরু হলেও নির্মাণকাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের সিংহাটি গ্রামবাসী। তাদের অভিযোগ, যথাযথ মান বজায় না রেখে দায়সারা কাজ করা হলে কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ সড়কটি অল্প সময়েই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সদর উপজেলা স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিইডি) সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে জিআরআইডিপি প্রকল্পের আওতায় শোলমারি মুচিগাড়ি ও সিংহাটি নাড়াপোতা মাঠ এলাকায় প্রায় ১ কোটি ৯৯ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সড়ক নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় শোলমারি মুচিগাড়ি এলাকায় ১ হাজার ৩০০ মিটার এবং সিংহাটি নাড়াপোতা মাঠ এলাকায় ৭৫০ মিটার সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। কাজটির কার্যাদেশ পেয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ইএমএস সলিউশনের স্বত্বাধীকারী জান্নাতুল ফেরদৌস।

বর্তমানে সিংহাটি নাড়াপোতা মাঠ এলাকার অংশে ডব্লিউবিএম এরকাজ চলছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণকাজে প্রকল্পের নির্ধারিত মান ও নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

সরেজমিনে দেখা যায়, ডব্লিউবিএম কাজে উন্নতমানের ইটের খোয়া ব্যবহারের পরিবর্তে আধলা, কাদা-মাটি মাখানো এবং পুরানো ঘরের দেয়াল ভাঙ্গা সিমেন্টযুক্ত জোড়া লাগা নিম্নমানের ইটের খোয়াও ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া সাব-বেস স্তরে কাঁদাযুক্ত বালু ব্যবহারেরও অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, রাস্তার প্রাথমিক কাজের সময়ও নিম্নমানের বালু ও নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগের পর কিছু বালু সরিয়ে নেওয়া হলেও পরবর্তীতে নিম্নমানের বালু ও ইট দিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হয়। দীর্ঘ বিরতির পর দ্বিতীয় স্তরের কাজ শুরু হলে এবারও নিম্নমানের ইটের খোয়া ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ তাদের।

স্থানীয় একাধিক বাসিন্দা বলেন, এই মাঠে এলাকার প্রায় দুই হাজার মানুষের জমি রয়েছে। মাঠে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করেন তারা। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার নির্মাণকাজ চলায় কৃষিপণ্য পরিবহনসহ চলাচলে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। তার ওপর নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করা হলে রাস্তা টেকসই হবে না। এতে তাদের ভোগান্তি আরও বাড়বে।

তাদের ভাষ্য, দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে রাস্তা নির্মাণ করা হলেও কাজের মান নিয়ে এখন নতুন করে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। সড়কটি যেন দ্রুত নষ্ট না হয়, সেজন্য নির্মাণকাজে নির্ধারিত মান বজায় রাখার দাবি জানিয়েছেন তারা।

এদিকে নির্মাণকাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগের বিষয়ে ঠিকাদার শিমুলের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোনো

মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এ বিষয়ে সদর উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী মো. আক্তার হোসেন বলেন, যদি কোনো ধরনের নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী থাকে, তাহলে সেগুলো ঠিকাদারকে অপসারণ করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। কোনো অনিয়ম আমি মানব না।

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলায় সাঁতার প্রতিযোগিতায় অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৫৩তম গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলার সাঁতার প্রতিযোগিতায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। প্রতিযোগিতায় রিলে সাঁতার অনুষ্ঠিত না হলেও ১৬টি রিলে সাঁতারের পুরস্কার গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবুল কালাম।

এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন তিনি। গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে দেওয়া ওই অভিযোগে এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়, গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ৫৩তম গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলার সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ওই প্রতিযোগিতায় বালক ও বালিকা কোনো রিলে সাঁতার অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে পুরস্কার বিতরণের সময় সাঁতারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েকজন শারীরিক শিক্ষক রিলে সাঁতারের ১৬টি পুরস্কার গ্রহণ করেন।

অভিযোগে সাঁতারে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসেবে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মো. শরিফ উদ্দীন, আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ফারাহ হোসেন, মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মো. সোহেল রানা, হরিরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আব্দুল কুদ্দুস এবং উজুলপুর

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মো. জাকারিয়ার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রধান শিক্ষক মো. আবুল কালাম অভিযোগ করেন, যে খেলা অনুষ্ঠিতই হয়নি, সেই খেলার পুরস্কার কীভাবে বিতরণ করা হলো এ নিয়ে উপস্থিত প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকরা বিস্মিত হন। তিনি বিষয়টিকে অনিয়ম ও দুর্নীতি হিসেবে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে জবাবদিহিতার পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

অভিযোগে আরও বলা হয়, সাঁতার প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জাব্বারুল ইসলামও এ দায় এড়াতে পারেন না। বিষয়টি তাকে জানানো হলেও তিনি কোনো কর্ণপাত করেননি বলে অভিযোগ করেন আবুল কালাম। পরে উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে জানানো হলেও তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন জানিয়েছেন বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবুল কালাম।

গাংনীতে শিশু যৌন নির্যাতনের অভিযোগে কিশোর গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামে ১২ বছর বয়সী এক শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে জুয়েল হোসেন (১৬) নামে এক কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রবিবার দিবাগত মধ্যরাতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাকে সংশোধনাগারে পাঠানোর আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার জুয়েল হোসেন গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামের পশ্চিমপাড়ার হাশেম আলীর ছেলে। ভুক্তভোগী শিশুটিও একই গ্রামের বাসিন্দা এবং স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির

শিক্ষার্থী।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার স্কুল বন্ধ থাকায় শিশুটি চৌগাছা এলাকার একটি পুকুরে মাছ ধরা দেখতে যায়। সেখানে জুয়েল হোসেন মাছ ধরছিলেন। শিশুটিকে দেখে তিনি তাকে ডাকেন এবং পাশের আমবাগানে গেলে সেদিন যত মাছ ধরবেন, সব মাছ তাকে দিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। পরে শিশুটিকে আমবাগানের নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন করা হয় বলে এজাহারে অভিযোগ করা হয়েছে। এ ঘটনা কাউকে জানালে হত্যার হুমকি দেওয়া হয় বলেও এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভুক্তভোগীর পরিবার সূত্রে জানা যায়, ভয়ে শিশুটি প্রথমে বিষয়টি কাউকে জানায়নি। পরে অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের সদস্যরা তার কাছে বিষয়টি জানতে চান। একপর্যায়ে শিশুটি পরিবারের কাছে ঘটনার কথা জানায়। পরে স্বজনরা তাকে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে শিশুটি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে গাড়াডোব এলাকা থেকে জুয়েল হোসেনকে গ্রেপ্তার করে। এজাহারে অভিযুক্তের বয়স ১৯ বছর উল্লেখ করা হলেও জন্মনিবন্ধন অনুযায়ী তার বয়স ১৬ বছর। তাকে সংশোধনাগারে পাঠানোর আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ওসি আরও জানান, আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে অভিযোগ স্বীকার করেনি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বখাটেপনার অভিযোগ রয়েছে। আগামীকাল ভুক্তভোগীর জবানবন্দি নেওয়া হবে।